

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ অধিশাখা
www.lgd.gov.bd

নং-৪৬.০৪২.০০৪.০১.০০.১৬৯.২০১২(অংশ-১). ২৭/৫৭

তারিখঃ ১৪শ্রাবণ ১৪২৩
১৫ জুলাই ২০১৬


বিষয়ঃ তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৩২২.১৭.০০৩.১৬.১৩৭, তারিখঃ ১/৬/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত পত্রটি (সংশ্লীসহ) এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, ঢাকা জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে (১) ২৫ মে ২০১৬ তারিখে “দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায়” প্রকাশিত ঢাকা জেলা পরিষদের ৭৭% প্রকল্পের হাদিস মেলেনি ১৭৫ প্রকল্পের তথ্যনুসন্ধান এবং (২) ২৬ মে ২০১৬ তারিখে “দৈনিক প্রথম আলো” পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা জেলা পরিষদ এক মনিরের নামে ১৩৭ টি প্রকল্পের চেক প্রদান সংক্রান্ত অভিযোগ দুটি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক দায়দায়িত্ব নিরূপন করে আগামী ২১/৭/২০১৬ তারিখের মধ্যে মতামতসহ একটি সুস্পষ্ট তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(জুবাইদা নাশরীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫৬৮
Email-lgzp@lgd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা বিভাগ।

অনুলিপি :

- ১। প্রশাসক, জেলা পরিষদ, ঢাকা।
- ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। উপসচিব, রেকর্ড অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ✓ ৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
রেকর্ড অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৩২২.১৭.০০৩.১৬.১৩৭

তারিখ: ০১ জুন ২০১৬
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

বিষয়: তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত সংবাদ দু'টি তাঁর বিভাগ সংশ্লিষ্ট:

(ক) ২৫ মে ২০১৬ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঢাকা জেলা পরিষদের ৭৭% প্রকল্পের হদিস মেলেনি: ১৭৫ প্রকল্পের তথ্যানুসন্ধান'।

(খ) ২৬ মে ২০১৬ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ঢাকা জেলা পরিষদ: এক মনিরের নামে ১৩৭ প্রকল্পের চেক!'।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত সংবাদ দু'টি তাঁর সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

যুগ্ম-সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্মারক নং: ২৪৮৭
তারিখ: ১৬/৬/১৬
স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর]
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)
শাখা : প্রশাসন-১/২/ জেপ

(মোঃ সাইদুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮০১

E-mail: record_branch@cabinet.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর

১) অতিরিক্ত সচিব	৬) জে.এস.এন
২) মহাপরিচালক	৭) উন্নয়ন
৩) যুগ্ম-সচিব	৮) লক্ষ্য উন্নয়ন
	৯) পাস
	১০) আইন

তারিখ: ২/৬/১৬

জেলা পরিষদ অধিশাখা
ডায়েরী নং: ১৩২
তারিখ: ১৬/৬/১৬
উপ-সচিব

স্মারক নং: ১৩২
তারিখ: ১৬/৬/১৬
উপ-সচিব

ক্রমিক নং: ১৩২
তারিখ: ১৬/৬/১৬
উপ-সচিব

ঢাকা জেলা পরিষদের ৭৭% প্রকল্পের হাদিস মেলেনি

অরুণ রায়, সাতার •
উন্নয়নমূলক কাজের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ঢাকা জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ঢাকার ধামরাই উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ের সরঞ্জাম কেনার জন্য দুই লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়। কিন্তু ওই দপ্তর কোনো প্রার্থ বা আসরার পায়নি বলে প্রথম আবেদন বলেছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ঢাকা জেলা পরিষদের বেশ কিছু প্রকল্পের বিষয়ে এ রকম অভিযোগ পেয়ে অনুসন্ধান নামে প্রথম আলো। দৈনন্দিনের ভিত্তিতে ১৭৫টি প্রকল্পের বিষয়ে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করা হয়। এর মধ্যে ৭৭ শতাংশ প্রকল্পের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ১৬ শতাংশ প্রকল্পের তালিকা পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো টাকা পাননি। ৭ শতাংশ প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বরাদ্দের অর্ধেক বা তার চেয়ে কম টাকা পেয়েছেন। এই ১৭৫টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ দেখানো আছে ৫ কোটি ৯৬ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪—এই তিন অর্থবছরে কাগাজে-কলমে ৬ হাজার ৪৮৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন দেখিয়েছে ঢাকা জেলা পরিষদ। বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ৪৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ৯৯ হাজার ১৩৮ টাকা। এর মধ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় দিয়েছে ২১১ কোটি ৭০ লাখ ৬০ হাজার টাকা। বাকি টাকা এসেছে পরিষদের নিজস্ব

১৭৫ প্রকল্পের তথ্যানুসন্ধান

- ১৬% প্রকল্পের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে তবে সংশ্লিষ্টরা কোনো টাকা পায়নি
- ৭% প্রকল্পে বরাদ্দের অর্ধেক টাকা দেওয়া হয়েছে

“দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে, এটা সত্য। তবে আমি এর সঙ্গে যুক্ত নই। দুর্নীতি করে থাকলে করেছেন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী।”

হাসিনা দৌলা
ঢাকা জেলা পরিষদের প্রশাসক

তহবিল, অনুদান ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ থেকে। প্রথম বছরে ১ হাজার ৫৪৬টি, দ্বিতীয় বছরে ২ হাজার ৬৯৫টি এবং তৃতীয় বছরে ২ হাজার ২৪৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য দেওয়া হয়েছে ঢাকা জেলা পরিষদ থেকে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এসব প্রকল্পের মধ্যে ছিল মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা, ঈদগাহ মাঠ, পাঠাগার, ক্লাব বা সংঘের সংস্কার ও উন্নয়ন, কম্পিউটার বিতরণ, সেলাই প্রশিক্ষণ, সেলাই মেশিন ও আর্সেনিকমুক্ত

নলাকপ বিতরণসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। ঢাকা জেলা পরিষদের অসম্মেলিত কার্যে এসব প্রকল্পের বিষয়ে সাংবাদিকতার স্বাভাবিক চিন্তায় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পরে এ বিষয়ে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করে প্রথম আলো। এরপরও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তথ্য দিতে অস্বীকৃত জানান। নিয়মানুযায়ী অস্বীকৃত করা হয়। আপিলেও তথ্য না মেলায় তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা হয়। ওনানি শেষে কমিশন চাহিদা অনুযায়ী প্রথম আলোকে তথ্য সরবরাহ করতে জেলা পরিষদকে নির্দেশ দেয়। এরপর পরিষদ তিন অর্থবছরের উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা সরবরাহ করে। এই প্রক্রিয়া শেষ করতে প্রায় এক বছর লেগে যায়।

এরপর তালিকা ধরে সরেজমিনে অনুসন্ধান নামে প্রথম আলো। আট মাস ধরে দৈনন্দিনের ভিত্তিতে সাতার ও ধামরাই উপজেলার ১৭৫টি প্রকল্প সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করা হয়। কিন্তু ১৩৫টি প্রকল্পেরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। শতকরা হিসাবে যা ৭৭ ভাগ। এ প্রকল্পগুলোর জন্য ২ কোটি ৭৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। ২৮টি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে; যা অনুসন্ধান করা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

সংবাদপত্রের নাম :

প্রকাশনার স্থান :

তারিখ : 25 MAY 2016

৭৭% প্রকল্পের হাদিস মেলেনি

প্রথম পৃষ্ঠার পদ

প্রকল্পের ১৬ শতাংশ। সেগুলোর অনুকূলে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। তবে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রার্থনা ও কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা কোনো প্রকল্পে মিলেনি। ১২টি প্রতিষ্ঠান বরাদ্দের অর্ধেক টাকা পেয়েছে বলে প্রথম আলোকে জানিয়েছে। পরিষদের সরবরাহ করা তথ্য অনুযায়ী, এই ১২ প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

প্রথম আলো যে ১৭৫টি প্রকল্প সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছে সেগুলোর মধ্যে ৬৪টি ক্লাব বা সংঘ, ৫৭টি মন্দির, ৪০টি মাদ্রাসা, ৬টি মসজিদ, ৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ২টি সরকারি দপ্তর, ২টি রাস্তা, ১টি পাঠাগার মাত্র রয়েছে। অনুসন্ধানকালে ৬৪টি ক্লাব বা সংঘের একটিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ৫৭টি মন্দিরের মধ্যে ৩২টি, ৪০টি মাদ্রাসার মধ্যে ৩৯টি এবং ১টি পাঠাগারের কোনো হাদিস মেলেনি।

ঠিকানা অনুযায়ী ২৮টি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে জেলা পরিষদ থেকে বরাদ্দ পাওয়ার বিষয়ে তারা কিছু জানে না বলে প্রথম আলোকে জানায়। ১২টি প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে যার কিছু অর্থ পেয়েছে, যা মোট অনুসন্ধান করা প্রকল্পের মাত্র ৭ শতাংশ। তাদের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, প্রাপ্ত অর্থ মোট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক। বাকি টাকা কে নিয়েছে, তা তারা জানে না। ঢাকা জেলা পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলার গত শনিবার বলেন, দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে, এটা সত্য। তবে আমি এর সঙ্গে যুক্ত নই। দুর্নীতি করে থাকলে করেছেন পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে ঢাকা জেলা পরিষদ থেকে বাস্তবায়ন করা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা আশ্রাসতের অভিযোগে দুদক পরিষদের কয়েকজন প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী ও সর্ফলিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা দায়ের করেছে। দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ রাজধানীর গুলশান ও তেজগাঁও এবং ঢাকার সাভার, আওলিয়া, দোহার, নবাবগঞ্জসহ বিভিন্ন থানায় এ মামলাগুলো করেছে।

পরিষদের দেওয়া তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের

ঢাকা জেলা পরিষদের বাস্তবায়ন করা ১৩৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২ কোটি ৭৭ লাখ ৫৫ হাজার টাকার প্রকল্পে এহা করেছেন অনেক মনির। তিন জেলা পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলার মনোভঙ্গি ছিলো পরিষদের কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রকল্পের হাদিস মেলেনি। পরিষদের সরবরাহ করেনি।

হাসিনা দৌলা বলেন, মনিরের নামে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের হাদিস মেলেনি। পরিষদের প্রশাসক হাসিনা দৌলার মতে, পরিষদের প্রশাসক পদাধিকারবলে কমিটির সভাপতি হবেন। এই কমিটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য স্থায়ী সরকার মন্ত্রণালয়ে পঠাবে। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করবে।

ঢাকার সাভার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ফিরোজ কবীর বলেন, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। ওই সময়ে সাভার উপজেলা পরিষদ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব জেলা পরিষদে পঠানো হয়নি। জেলা পরিষদ থেকেও কোনো প্রস্তাব চাওয়া হয়নি। স্বল্পসংখ্যক কমিটির সভাপতিও ডাকা হয়নি। তার দাবি পরিষদের প্রশাসক এককভাবে প্রকল্পগুলো চূড়ান্ত করেছেন।

ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেছেন, ঢাকা জেলা পরিষদ থেকে গত পাঁচ বছরে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রকল্প চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের সর্ফলিষ্ট কর্মকর্তাসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যানদেরও ডাকা হয়নি। ফলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

আবার সাভারের কাতলাপুর্বের কখনইলালের আখডায় গত চার অর্থবছরে ৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেখানো হয়েছে জেলা পরিষদের কাগজপত্রে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক মিতাই দয়াল দাস প্রথম আলোকে বলেন, তিন দফায় তাদের মাত্র ৩ লাখ ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ওই

টাকাও অনেক তদবির করে আদায় করতে হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদনের আগে উপজেলা পরিষদ থেকে জেলা পরিষদে প্রস্তাব পঠানোর কথা। এরপর জেলা পরিষদের সমন্বিত কমিটি প্রকল্প চূড়ান্ত করবে। উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের একজন কর্মকর্তাসহ জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের প্রতিনিধি সমন্বিত কমিটির সদস্য হবেন। জেলা পরিষদের প্রশাসক পদাধিকারবলে কমিটির সভাপতি হবেন। এই কমিটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য স্থায়ী সরকার মন্ত্রণালয়ে পঠাবে। মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিলে জেলা পরিষদ বাস্তবায়ন করবে।

ঢাকার সাভার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ফিরোজ কবীর বলেন, ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত আমি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলাম। ওই সময়ে সাভার উপজেলা পরিষদ থেকে উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব জেলা পরিষদে পঠানো হয়নি। জেলা পরিষদ থেকেও কোনো প্রস্তাব চাওয়া হয়নি। স্বল্পসংখ্যক কমিটির সভাপতিও ডাকা হয়নি। তার দাবি পরিষদের প্রশাসক এককভাবে প্রকল্পগুলো চূড়ান্ত করেছেন।

ঢাকার তৎকালীন জেলা প্রশাসক মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বলেছেন, ঢাকা জেলা পরিষদ থেকে গত পাঁচ বছরে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, সেগুলো নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রকল্প চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের সর্ফলিষ্ট কর্মকর্তাসহ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যানদেরও ডাকা হয়নি। ফলে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

